ভারতে জনসংখ্যা সমস্যার উপর একটি টীকা লেখ।

কোনো দেশের জনসংখ্যা হল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যার পরিমাণ এবং গুণাগুণের উপর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে। কোনো দেশের জনসংখ্যা যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, সেরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়নও সেই দেশের জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যার মোট আয়তন বা পরিমাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনঘনত্ব, জনসংখ্যায় নারী ও পুরুষের অনুপাত, বিভিন্ন বয়সে জনসংখ্যার অনুপাত, জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তাৎপর্য আছে।

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার দিকে নজর দিলে আমরা এই সমস্যার কয়েকটি দিক চিহ্নিত করতে পারি।

প্রথমত, ভারতে জনসংখ্যার ভিত্তি (Base) খুব বড়। জনসংখ্যার ভিত্তি বলতে মোট জনসংখ্যার পরিমাণকে বোঝায়। 1991 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল 84.39 কোটি। 2001 সালে ইহা 100 কোটি অতিক্রম করে গেছে। 2011 সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল 121 কোটি। জনসংখ্যার আয়তনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে চিন। Worldometer কর্তৃক সরাসরি সম্প্রচার অনুযায়ী 2021 সালের 30 আগস্ট ভারতের জনসংখ্যা ছিল 139.57 কোটি। ভারতের জনসংখ্যা তখন ছিল বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 17.7 শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি। 1951 থেকে 1991 সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যা বার্ষিক 2.1% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই উচ্চ হারের মধ্যে জন্মহার অতি সামান্যই হাস পেয়েছে কিন্তু মৃত্যুহার অতি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। ফলে, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 1991–2001 সময়কালে অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে 1.97% হয়েছে। পরের দশকে (2001–11) তা কমে দাঁড়ায়, বার্ষিক 1.64 শতাংশ। 2019 সালে তা কমে 1.02% এবং 2021 সালে তা দাঁড়ায় 0.97%।

তৃতীয়ত, 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী বয়স হিসেবে জনসংখ্যার গঠন বিচার করলে দেখা যায় যে, ভারতে 14 বছর পর্যন্ত শিশু ও বালক-বালিকার অনুপাত 29.5%, 15 থেকে 60 বছরের কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাত 62.5% এবং তার ঊর্ধ্বের বয়সের নরনারীর অনুপাত 8.0%। শিশু এবং বালক-বালিকার অনুপাত প্রায় 30%। এর অর্থ হল যে, জনসংখ্যার 38% কোনো আয় উপার্জন করে না। এরা উপার্জনক্ষম জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল। শিশু মৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate বা IMR) হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসংখ্যায় শিশুর অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। জন্মহার উচ্চে থাকার ফলেও এই প্রবণতাটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চতুর্থত, 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী স্ত্রী এবং পুরুষের অনুপাত লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ভারতে জনসংখ্যায় নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশি। 2011 সালে ভারতে লিঙ্গ অনুপাত ছিল 943 অর্থাৎ 1000/- জন পুরুষ প্রতি নারীর সংখ্যা হল 943। এছাড়া, সন্তান প্রসবকালে অনেক মহিলা মারা যান অর্থাৎ প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যুর হার (Maternal Mortality Rate বা MMR) যথেষ্ট বেশি। মহিলারা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নেন না। এজন্য পুরুষ অপেক্ষা মহিলাদের মৃত্যুহার বেশি। এই সমস্ত কারণের জন্য ভারতের মোট জনসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা মহিলার সংখ্যা কম। উন্নত দেশগুলোতে এর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, ভারতের জনসংখ্যার বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতে শহর গড়ে উঠেছে। মোট জনসংখ্যায় শহরবাসীর অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে এবং গ্রামবাসীর অনুপাত ক্রমশ কমছে। 2020 সালে মোট জনসংখ্যার প্রায় 35 শতাংশ শহরে বাস করত।

ষষ্ঠত, 2020 সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার 52.3% কর্মে নিযুক্ত রয়েছে। বাকি 47.7% কোনোরূপ কর্মে নিযুক্ত নেই। তারা তাদের জীবনধারণের জন্য কর্মে নিযুক্ত লোকেদের উপরেই নির্ভর করে। এইভাবে কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সংখ্যা ভারতে খুব বেশি। এই বোঝাকে নির্ভরশীলতার বোঝা বা ভার (Dependency load) বলা হয়। কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার উপর এই বোঝা যত বেশি হবে, তত সঞ্চয় কম হবে কারণ উৎপাদনশীল ব্যক্তিরা যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করছে, তার একটি বড় অংশই এই অনুৎপাদনশীল লোকদের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করতে হচ্ছে।

সপ্তমত, ভারতের জনসংখ্যায় নিরক্ষর জনসংখ্যার অনুপাত খুব বেশি। 2020 সালে ভারতে সাক্ষর ব্যক্তির শতকরা অনুপাত 77.7% অর্থাৎ প্রায় 23% ব্যক্তিই নিরক্ষর। এর ফলে জনসাধারণের শিক্ষাগত মান বা শ্রমিক হিসাবে গুণগত মান খুবই নিম্নস্তরের।

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্কটি কীরূপ?

আমরা জানি যে, কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি দ্বিমুখী সম্পর্ক আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। ভারতে জনসংখ্যার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কটি কীরূপ সেটি নিয়ে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নানা বাধার সৃষ্টি করেছে। কী কী রকম ভাবে দ্রুতহানো জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে সেটি এখন দেখা যাক।

প্রথমত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মোট জাতীয় আয় বাড়লেও মাথাপিছু আয় তেমন বাড়ছে না। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয়ই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নির্দেশক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে মাথাপিছু আয় খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, 1991-92 থেকে 2013-14 এই 23 বছর সময়কালে ভারতের জাতীয় আয় বেড়েছে 6.3% হারে, কিন্তু মাথাপিছু আয় বেড়েছে 4.6% হারে।

দ্বিতীয়ত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জনসংখ্যায় শিশুর অনুপাত খুব বেশি। 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে 0-14 বছরের শিশু ও বালক বালিকার অনুপাত ছিল 29.5%। শিশুরা কোনো আয় করে না কিন্তু আয়ের একটি অংশ ভোগ করে। এর ফলে দেশের ভোগ ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। সেজন্য বিদেশ থেকে কখনো কখনো খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। খাদ্যদ্রব্য আমদানি করতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হওয়ার ফলে বিদেশ থেকে মূলধনি দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি আমদানি কম হয়েছে। ফলে শিল্পোন্নয়নের হার মন্থর হয়ে পড়েছে।

চতুর্থত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দেশের কৃষিক্ষেত্রে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে। কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মও কার্যকরী হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ব্যক্তির কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকার ফলে কৃষিতে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম রয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চমত, জনসংখ্যা বাড়লে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বা তার বেশি দারিদ্র্য সীমার নীচে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা খুবই কম। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি। করে শিল্পোন্নয়নকে সাহায্য করতে পারছে না।

ষষ্ঠত, অনেকে মনে করেন যে, ভারতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতীয় আয় বাড়লেও মাথাপিছু আয় খুব বেশি বাড়ছে না। ফলে জনসাধারণের ভোগ ব্যয় বাড়তে পারছে না। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতের মত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণই নয়, দারিদ্র্যের ফলশ্রুতিও বটে। এইভাবে দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির মধ্যে একটি দুষ্টচক্র ভারতে লক্ষ করা যায়। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্রোর সমস্যাকে প্রকট করে তুলছে। আবার, দারিদ্র্যই দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে।

সপ্তমত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে বেকারির হার 2008-2020 এই সময়কালে ভারতে বেকারির হার 5.6-এর মতো। বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কম। ফলে বিভিন্ন পরিকল্পনাকালে বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য বেকার সমস্যার সঙ্গে দারিদ্র্যের সমস্যাটিও জড়িত। বেকার সমস্যা থেকেই দারিদ্র্যের সমস্যা উদ্ভুত হয়। কর্মক্ষম ব্যক্তিরা কাজ পায় না বলেই তাদের আয় কম থাকে এবং ফলে তারা দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়ে যায়।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করছে সেরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়নও জনসংখ্যার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। কীভাবে ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যার উপর প্রভাব বিস্তার করে সেটি এখন দেখা যাক।

প্রথমত, আমরা জানি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে জন্মহার মোটামুটি একই থাকে কিন্তু মৃত্যুহার অতি দ্রুত হ্রাস পায়। তার ফলে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এটি জন বিস্ফোরণ নামে পরিচিত। ভারতেও এটি লক্ষ করা গেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি কাজ করার ফলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি প্রশমিত হয়েছে। ফলে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু জন্মহার মোটামুটি একই আছে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ভারতেও দেখা গেছে যে, কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমশ কমছে এবং মাধ্যমিক) ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বাড়ছে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশে শিল্পের বিস্তার ঘটে থাকে। শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহর গড়ে ওঠে এবং গ্রাম থেকে জনসাধারণ শহরের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ে। ভারতেও এর প্রতিফলন লক্ষ

করা গেছে। ভারতেও লক্ষ করা যায় যে, শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এটিকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলশ্রুতি হিসেবে মনে করা যেতে পারে।